



85102 - কাউকে কাফরে বলার মূলনীতিসমূহ

প্রশ্ন

যে সমস্ত মূলনীতির উপর ভিত্তি করে কোনো ব্যক্তিকে কাফরে কথিবা মুনাফকি হুকুম দেয়া যায় সেগুলো অনুগ্রহ করে জানানো; যাতো করে আমি এমন কোনো বদিআতে লিপ্ত না হই যাতো বহু দল জড়িয়ে পড়ছে। আর আমাকে এ বিষয়ে কোন কতিব পড়ার পরামর্শ দবিনে? উল্লেখ্য আমি একজন প্রাথমিক পর্যায়ে তালবিল ইলম।

উত্তরে সংক্ষিপ্তসার

কাফরে বা ফাসকে হুকুম দেয়ার মূলনীতিসমূহ:

সংশ্লিষ্ট কথা বা কাজ যে কাফরে হওয়া বা ফাসকে হওয়াকে আবশ্যিক করে এর সপক্ষে কুরআন বা সুন্নাহর প্রমাণ থাকা। কাফরে হওয়া বা ফাসকে হওয়ার শর্তাবলি পূরণ হওয়া ও প্রতিনিধকতাগুলো দূর হওয়ার মাধ্যমে বধিানটি নির্দিষ্ট সেই বক্তা বা কর্তা উপর প্রযোজ্য হওয়া।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

কাফরে ও ফাসকে হুকুম প্রদান: কুরআন-সুন্নাহর পদ্ধতি

কাফরে ও ফাসকে হুকুম প্রদান আমাদের হাতে নয়। বরং এর উৎস আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এটি শরয়ি বধিানরে অন্তর্ভুক্ত, যার উৎস হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ। সুতরাং এ ব্যাপারে চূড়ান্ত নশ্চিতি হওয়া আবশ্যিক। কুরআন ও সুন্নাহ যার কাফরে বা ফাসকে হওয়া প্রমাণ করে তাকে ছাড়া অন্য কাউকে কাফরে বা ফাসকে হুকুম দেওয়া যাবে না।

মুসলমিকে কাফরে হুকুম দেয়ার ক্ষেত্রে শখিলিতার ভয়াবহতা ও পরণিত:

বাহ্যতঃ দ্বীনদারতি প্রকাশমান মুসলমিরে ক্ষেত্রে মূল অবস্থা হচ্ছে তার ইসলাম অটুট থাকা ও দ্বীনদারতি বজায় থাকা; যতক্ষণ না কোনো শরয়িদলীলরে মাধ্যমে তার এই অবস্থা দূর হওয়া সাব্যস্ত হয়। এমন মুসলমিকে কাফরে বা ফাসকে



হুকুম প্রদান করার ক্ষেত্রে শখিলিতা করা জায়যে নয়। কারণ এমন শখিলিতায় জঘন্য দুইটি অনিষ্ট রয়েছে:

এক: এই হুকুমে ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার উপর মথিয়ারোপ করা এবং হুকুমটি য়ে ব্যক্তরি উপর প্রয়োগ করা হ়য়েছে তাকে বশিষেতি করার ক্ষেত্রে মথিয়া বলা।

দুই: মুসলমি ভাইয়েরে উপর অপবাদ আরোপে লপিত হওয়া; যদি সযে এর থকে মুক্ত হ়য়।

সহহি বুখারী (৬১০৪) ও মুসলমি (৬০) বর্ণনা করেন: আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “ব্যক্তি যদি তার ভাইকে কাফরে বলে তাহলে তাদরে দুজনরে মাঝে একজন কুফরীর শকার হ়য়।” অন্য বর্ণনায়: “সযে যাকে কাফরে বলেছে সযে যদি কাফরে হ়য় তাহলে তযে হলযেই; নতুবা বক্তার উপরই সযেটি ফরেত আসবে।”

কাফরে বা ফাসকে হুকুম দয়ের মূলনীতসিমূহ:

এক: সংশ্লিষ্ট কথা বা কাজ যযে কাফরে হওয়া বা ফাসকে হওয়াকে আবশ্যক করে এর সপক্ষে কুরআন বা সুন্নাহর প্রমাণ থাকা।

দুই: কাফরে হওয়া বা ফাসকে হওয়ার শর্তাবলি পূরণ হওয়া ও প্রতবিন্ধকতাগুলো দূর হওয়ার মাধ্যমে বখানটি নির্দিষ্ট সযে বক্তা বা কর্তা উপর প্রযোজ্য হওয়া।

কাফরে হুকুম দয়ের শর্তাবলি

কাফরে হুকুম দয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হছে:

ইসলাম-বরিধী যযে কথা বা কাজ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তরি কাফরে হওয়া বা ফাসকে হওয়াকে আবশ্যক করেছে সযে ব্যাপারে সুনিশ্চিতি জ্ঞান থাকা। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

“সঠকি পথ স্পষ্ট হওয়ার পর কযে যদি রাসূলেরে বরিদ্ধাচরণ করে এবং মুমনিদেরে পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করে তাহলে আমি তাকে সযেদকিযে ফরিয়ে দবি যযেদকি সযে ফরিতে চয়েছে এবং তাকে জাহান্নামরে আগুনে দগ্ধ করব। সযেটি কতই না খারাপ গন্তব্য!” [সূরা নসি: ১১৫]

তনি আরো বলেন:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“কোনো সম্প্রদায়কে পথ দখোনোর পর তারা ক'কি পরহির করবে তা স্পষ্ট বলতে না দেওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তাদেরকে বপিতগামী করেন না। আল্লাহ সবকিছু ভালোভাবে জানেন।”[সূরা তাওবাহ: ১১৫]

তাই আলমেরা বলছেন: ফরয অস্বীকারকারী ব্যক্তি যদি নিতুন ইসলামগ্রহণকারী হয়ে থাকে, তাহলে যতক্ষণ না তার কাছে শরয়া বিধান স্পষ্ট করা হবে, ততক্ষণ তাকে কাফরে বলা করা হবে না।

কাফরে বা ফাসকে হুকুম দেয়ার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রতবিন্দক হচ্ছে কুফরী বা ফুসুকী আবশ্যক হয় এমন কিছু তার পক্ষ থেকে তার অনচ্ছায় ঘটতে যাওয়া। এর ববিধি রূপ রয়েছে, যথা:

১. সটে কিততে তাকে বাধ্য করা। জবরদস্তরি শকার হয়ে সে সটে কিতা; স্বাচ্ছন্দে নয়। এমতাবস্থায় তাকে কাফরে বলা যাবে না। কারণ আল্লাহ বলছেন:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“(তাদের ওপর আল্লাহর ক্রোধ রয়েছে) যারা ঈমান আনার পর আল্লাহর সাথে কুফরী করে। তবে তারা ব্যতীত যাদের উপর বলপ্রয়োগ করা হয় (অর্থাৎ যাদেরকে কুফরী করতে বাধ্য করা হয়) অথচ ঈমানে তাদের মন প্রশান্ত; বরং যারা কুফরীতে মন খুলে দেয় (অর্থাৎ মন থেকেই কুফরী করে), তাদের ওপরই আল্লাহর ক্রোধ। এদের জন্য ভয়ানক শাস্তিও রয়েছে।”[সূরা নাহল: ১০৬]

- তার চিন্তা করার শক্তি স্থবরি হয়ে পড়লে। তীব্র আনন্দ, প্রচণ্ড দুঃখ বা ভীতি কিংবা অনুরূপ কারণে সে কী বলছে তা নজি নে জানা।

এর স্বপক্ষে প্রমাণ হচ্ছে সহহি মুসলমি (২৭৪৪) বর্ণিত আনাস ইবনে মালকে রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস। তিনি বর্ণনা করেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “বান্দা যখন তাওবা করে তখন আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দার তওবায় সেই ব্যক্তির চয়ে বশে খুশি হন, যে তার বাহনরে উপর চড়ে কোনো মরুভূমি বা জনহীন প্রান্তর অতিক্রমকালে বাহনটি তার নকিট থেকে পালিয়ে যায়। খাদ্য ও পানীয় সব বাহনরে পিঠিরে উপর থাকে। অতঃপর বহু খোঁজাখুঁজরি পর নরিশ হয়ে সে একটি গাছরে ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে বাহনটি হঠাৎ তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে যায়। সে তার লাগাম ধরে খুশীর চোটে বলে ওঠে, ‘হে আল্লাহ! তুমি আমার দাস; আর আমি তোমার প্রভু!’ সীমাহীন খুশীর কারণে সে ভুল করে ফেলে।”

২. আরও একটি প্রতিনিধক হচ্ছে ব্যক্তি কোন তা'বীল (অপব্যখ্যা)-র দ্বারা প্রভাবিত হওয়া: অর্থাৎ সে কিছু সংশয়কে আঁকড়ে ধরা এবং সেগুলোকে প্রকৃত দলীল মনে করা। কথিবা সে শরয়ী দলীলকে যথাযথভাবে বুঝতে না পারা। তাই ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যক্তিকে কাফরে বলে গণ্য করা যাবে না যতক্ষণ না নশিচতি হওয়া যাবে যে সে ইচ্ছাকৃতভাবে (সত্যরে) বরোধতি করছে এবং তার অজ্ঞতা দূর হয়ে গিয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“এ ব্যাপারে তোমরা ভুল করলে তোমাদের কোনও পাপ হবে না; কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যায় করলে ভিন্ন কথা (পাপ হবে); তবে আল্লাহ ক্ಷমাশীল, পরম দয়ালু।”[সূরা আহযাব: ৫]

ইবনে তাইময়িয়া রাহমিহুল্লাহ ‘মাজমুউল ফাতাওয়া’ (২৩/৩৪৯) গ্রন্থে বলেন: ‘ইমাম আহমদ রাদয়িল্লাহু আনহু ঐ সমস্ত খলীফাদের (যারা জাহমীদরে আকীদায় প্রভাবিত হয়ে কুরআনকে সৃষ্ট দাবি করছেন এবং এই মতরে পক্ষাবলম্বন করছেন) জন্য রহমতের দোয়া করছিলেন এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছিলেন। কারণ তিনি জানতেন যে তাদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়নি যে, তারা রাসূলকে মথিয়া প্রতাপিনকারী ও রাসূল যা নিয়ে এসেছেন সটোকে অস্বীকারকারী। কিন্তু তারা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভুল করছেন এবং যারা এমন মতামত দিয়েছেন তাদের তাকলীদ (অন্ধ অনুকরণ) করছে।’[সমাপ্ত]

তিনি আরও বলেন [মাজমুউল ফাতাওয়া (১২/১৮০)]:

“তাকফীর করার ক্ষেত্রে সঠিক মত হচ্ছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের মাঝে যে ব্যক্তি ইজতহাদ করছে ও সত্য অনুবেশণ করতে গিয়ে ভুল করছে তাকে কাফরে বলা যাবে না। বরং তার ভুল ক্ষমা করা হবে। যে ব্যক্তির কাছে রাসূল যা নিয়ে এসেছে তা স্পষ্ট হওয়ার পরও রাসূলের বরোধতি করছে এবং সঠিক পথ স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও মুমনিদের পথ ছাড়া অন্য পথ অনুসরণ করছে সে কাফরে। যে ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করছে, সত্য অনুবেশণে অবহেলা করছে এবং না-জনে কথা বলছে সে অবাধ্য ও পাপী। অতঃপর সে ফাসকে হতে পারে, আবার তার এমন কিছু ভালো কাজ থাকতে পারে যা মন্দ কাজের চয়ে বশে হতে পারে।”[সমাপ্ত]

তিনি আরও বলেন (৩/২২৯):

“যে ব্যক্তি আমার সাথে উঠাবসা করে সে জানে যে আমি কোনও নরিদ্ষিট ব্যক্তিকে কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যতার দায়ে অভিযুক্ত করার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি নিষিধে করে থাকি; যদি না এটা জানা যায় যে তার উপর রসিলাতের প্রমাণ প্রতীষ্টি হয়ে গিয়েছে যতের বরোধতি করলে ব্যক্তি কখনও কাফরে, কখনও ফাসকে আবার কখনও অবাধ্য হয়ে যাবে। আমি স্বীকৃতি দিই যে, আল্লাহ এই উম্মতের ভুলগুলো ক্ষমা করে দিয়েছেন। এই ক্ষমা সংবাদমূলক বাচনিক ভুলসমূহ ও কর্মগত



ভুলসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ ধরনের বহু বিষয়ে সালাফ মতভেদে করে আসছেন। কিন্তু তাদের কউ একে অন্যকে কুফরী, ফাসকী ও অবাধ্যতার সাক্ষ্য প্রদান করেনি।’

তনিকিছু উদাহরণ দিয়ে এরপর বলেন:

‘আমি স্পষ্ট করছি যে সালাফ ও ইমামদের পক্ষ থেকে ‘অমুক অমুক কথা যে বলে সে কাফরে’ এমন উদ্ভৃতিও সত্য। তবে কাউকে নরিদ্ষিট না করে বলা আর নরিদ্ষিট করে বলার মাঝে পার্থক্য করা আবশ্যিক...’

এক পর্যায়ে তনিকি বলেন: ‘তাকফীর করা শাস্তরি হুমকি প্রদানের মতো। যদিও কোন কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রসিলাতকে মথিয়া প্রতপিন্কারী হয়, কিন্তু হতে পারে সেই ব্যক্তিসদ্য ইসলাম গ্রহণ করেছে অথবা সুদূর মরু অঞ্চলে সে বেড়ে উঠছে। এমন ব্যক্তি যা অস্বীকার করেছে সটির দায়ে তাকে কাফরে বলে গণ্য করা যাবে না; যতক্ষণ না তার কাছে প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়। হতে পারে ঐ ব্যক্তি শরীয়তের সেই দলিগলো শোনেনি কিংবা শুনলেও তার কাছে সেগলো সাব্যস্ত হয়নি কিংবা তার কাছে সেগলোর সাথে সাংঘর্ষকি অন্য দলি আছে যা সেই দলিগলোর তা’বীল (ব্যাখ্যা) করাকে অনবির্য় করে; যদিও তার তা’বীল ভুল হয়।

আমি সবসময় সহি বুখারী ও মুসলমি বর্ণতি হাদীসটি উল্লেখ করি। এক লোক বলেছিল: ‘যখন আমি মারা যাব তখন আমাকে পুড়াবে, এরপর গুঁড়ো করে ফলেবে। তারপর আমাকে সাগরে ছড়িয়ে দবি। আল্লাহর কসম! আল্লাহ যদি আমাকে পেয়ে যান তাহলে আমাকে এমন শাস্তি দবিনে যা জগতের কাউকে দেননি।’ তার সন্তানরো তার সাথে সটোই করল। আল্লাহ তাকে জজিঞসা করলেন: ‘তোমাকে কোন বিষয়টি এই কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে?’ লোকটি বলল: ‘আপনার প্রতিভয়’। তখন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দলিনে।

এই ব্যক্তি এমন লোক যে আল্লাহর ক্ষমতার ব্যাপারে এবং তাকে ছটিয়ে দেয়ার পর পুনরুত্থান করার ব্যাপারে সে সন্দেহে পোষণ করছিল। বরং সে বশ্বাস করছিল যে তাকে পুনরুত্থতি করা যাবে না। মুসলমিদের সর্বসম্মতক্রমে এমন বশ্বাস কুফরী। কিন্তু সে ছিল অজ্ঞ। এই বিষয়টি তার জানা ছিল না। কিন্তু, সে মুমনি ছিল এবং আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করত। সে জন্য আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

সুতরাং ইজতহিদ করার যোগ্য, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণে সচেষ্ট তা’বীলকারী (ভুল ব্যাখ্যাকারী) এই ব্যক্তির চয়ে ক্ষমা পাওয়ার অধিক উপযুক্ত।’[সমাপ্ত]

[শাইখ ইবনে উছাইমীনের ‘আল-কাওয়ায়েদুল মুছলা’ গ্রন্থের উপসংহার থেকে সংকলতি ও কিছু বিষয় সংযোজতি]

তাকফীরের বিষয়টি যেহেতু এতটা ভয়াবহ এবং এ ক্ষেত্রে ভুল হওয়াটা গুরুতর তাই একজন ত্বালবিুল ইলমের, বশিষে করে প্রাথমিক স্তরেরে তালবিুল ইলমের উচতি এ বিষয়ে কথা না বলা এবং নিজেকে এমন উপকারী ইলম অর্জনে ব্যস্ত রাখা যার



মাধ্যমসে সন্সে নজিরে দুনিয়া-আখিরাতকে সংশোধন করতে পারবে।

আলমেদরে শরণাপন্ন হওয়ার গুরুত্ব

আপনাকে কিছু বই পড়ার পরামর্শ দেওয়ার আগে আমরা আপনাকে উপদেশে দবি যনে আপনি ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহর আলমেদরে সাহায্য ননে। কারণ এটি অধিকিতর সহজ ও নরিপদ পথ। তবে শরত হচ্চে আপনি যার থেকে ইলম নবিনে তিনি জ্ঞানে ও দ্বীনদারতায় নরিভরযোগ্য ব্যক্তি হতে হবে, সুন্নাহর অনুসরণে ও বদিআত পরহিরে বশ্বিস্ত হতে হবে।

মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন রাহমিহুল্লাহ বলনে: ‘নশ্চয় এই ইলম দ্বীন। সুতরাং আপনারা যাচাই করে দেখুন কার কাছ থেকে দ্বীন গ্রহণ করছেন।’ [মুসলমি তার সহহি গ্রন্থরে ভূমকায় উক্তটি বর্ণনা করছেন]

আপনি যে স্থানে আছেন সেখান থেকে যদি আপনার জন্য আলমেদরে দরসে উপস্থিতি হওয়া সম্ভবপর না হয়, তাহলে তাদের লকেচাররে ক্যাসেটরে সাহায্য নতিে পারনে। বর্তমানে সডি বা ইসলামী ওয়েবসাইটরে মাধ্যমে সেগুলো পাওয়া আরও সহজ হয়ে গিয়েছে; আলহামদুলিল্লাহ। এরপর আপনি কিছু ত্বালবি ইলমরে দ্বারাও উপকৃত হতে পারনে, যারা শরয়ি জ্ঞান ও সুন্নাহর অনুসরণরে ব্যাপারে আগ্রহী। খুব কম স্থানই আছে যেখানে এ ধরনের ত্বালবি ইলম নই; ইন শা আল্লাহ।

প্রস্তাবতি কিছু বই:

আপনি যে কতিবগুলো সংগ্রহ করে পড়তে পারনে:

- তাফসীর: শাইখ ইবনে সা'দীর রচতি 'তাফসীরে সা'দী' এবং তাফসীরে ইবনে কাসীর।
- হাদীস: 'আল-আরবাউন নাওয়ায়যিয়াহ' (ইমাম নববীর চল্লিশ হাদীস) এবং সাথে এর যে কোনও একটি ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যা হিসেবে ইবনে রজবরে 'জামউল উলূমি ওয়াল-হকাম' বইটিকে গুরুত্ব দবিনে। এরপর 'রযাদুস সালহীন' বইটি নতিে পারনে এবং এই বরকতময় বইটিকে বেশি গুরুত্ব দবিনে। আপনি এ বইটির ক্ষেত্রে শাইখ ইবনে উছাইমীনরে ব্যাখ্যার সহায়তা নতিে পারনে।
- আকীদা: শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্‌হাবে 'কতিবুত তাওহীদ' -কে গুরুত্ব দবিনে। বইটির সাথে এরই একটি সহজ ব্যাখ্যাগ্রন্থ পড়বনে। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমযিয়ার 'আল-আকীদাতুল ওয়াসতিবিযিয়াহ' পড়বনে। সাথে এ বিষয়ে কিছু উপকারী পুস্তকি পড়বনে। যমেন: ইবনে রজবরে 'তাহকীকু কালমাতিলি ইখলাস' এবং ইবনে তাইমযিয়ার 'আত-তুহফাতুল ইরাকযিয়া ফলি-আ'মাল আল-ক্বালবিযিয়াহ'।
- ইবনুল কাইয়মি রাহমিহুল্লাহুর 'যাদুল মা'আদ' গ্রন্থরে সহায়তা নবিনে। এছাড়া তাঁর অন্যান্য অনেকে বই, যমেন: 'আল-ওয়াবলুস সায্যবি', 'আদ-দা ওয়াদ-দাওয়া'।



এটি একটি প্রাথমিক তালিকা। পড়ার সাথে সাথে যদি আপনি এমন কাউকে পয়ে যান যে আপনাকে পড়তে ও বুঝতে সাহায্য করবে তাহলে আপনার জন্য উপকারী ও গুরুত্বপূর্ণ বই জানার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আপনার ইলম বৃদ্ধি পাবে ইন শা আল্লাহ।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।